আশ্চর্য এক কাচের সৈকত

রঙবেরঙ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় পাবেন আশ্চর্য এক সৈকত। যেখানে শুধু ছড়িয়ে আছে নানা ধরনের কাচ। এ কারণে এটি পরিচিতি পেয়ে গেছে গ্লাস বিচ বা কাচের সৈকত নামে। শুনে অবাক হবেন, উপকূলীয় এলাকায় বাস করা মানুষের ফেলা নানা ধরনের আবর্জনা আর জঞ্জাল থেকেই সৃষ্টি এমন আশ্চর্য সৈকতের।

কাচের সৈকতের অবস্থান ফোর্ট ব্র্যাগের ধারের ম্যাককেরিচার স্টেট পার্কে। প্রশান্ত মহাসাগর তীরের এই সৈকত অনন্য দুটি কারণে, একটি হলো এটি তৈরিতে বড় অবদান মানুষের। দ্বিতীয় ব্যাপারটি হলো সময় আর সাগরের ঢেউ কীভাবে মানুষের একটি ভুলকে সংশোধন করে দেয় এই সৈকতটি এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

এবার বরং এ সৈকত সৃষ্টির ইতিহাসটি জেনে নেওয়া যাক। ১৯৪৯-৫০ সালের দিকে এখন যেখানে কাচের সৈকতের আশপাশের এলাকা ছিল মানুষের আবর্জনা ফেলার জায়গা। ফোর্ট ব্র্যাগের বাসিন্দারা গৃহস্থালি যত জঞ্জাল আছে সব ওপর থেকে ছুড়ে ফেলত এখানে। তাদের এ সব অদরকারি জিনিসের মধ্যে ছিল প্রচুর কাচ, নানা ধরনের ভাঙা যন্ত্রপাতি এমনকি পরিত্যক্ত গাড়িও। ১৯৬০-র দশকের গোড়ার দিকে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে জঞ্জাল ফেলা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু হয়। এ সময় বিষাক্ত যেকোনো দ্রব্য ফেলা নিষিদ্ধ করা হয়। শেষমেশ ১৯৬৭ সালে নর্থ কোস্ট ওয়াটার কোয়ালিটি বোর্ড অর্থাৎ এই উপকূলের পানির দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাদের দায়িত্ব, তারা বুঝতে পারে কত বড় একটা ভুল হয়ে আসছে এত বছর ধরে। জায়গাটিতে এ ধরনের জঞ্জাল ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

এর ত্রিশ বছরের বেশি সময় পরে জন্ম এই কাচের সৈকতের। কীভাবে? বছরের পর বছর ধরে সাগরের ঢেউ সৈকতের জঞ্জাল ধুয়ে-মুছে নিয়ে যায়। তারপর এক সময় জলের তোড়ে এগুলো আবার ফিরে আসে, তবে চেহারা একেবারেই বদলে, মানে নানা রঙের ছোট, মসৃণ টুকরা হিসেবে। যেগুলোকে দেখে রত্নপাথর বলেই মনে হয়। আর জ্বলজ্বলে এই কাচগুলোই এখন দেখতে পান পর্যটকেরা। বিশেষ করে সূর্যের আলো পড়ে যখন জ্বলজ্বল করের ওঠে তখন আপনার মনে হতে পারে গুপ্তধনের কোনো রাজ্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

২০০২ সালে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট পার্ক কর্তৃপক্ষ ৩৮ একরের কাচের সৈকত এলাকাটি কিনে নেয়। প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে একে ম্যাককেরিচার স্টেট পার্কের অন্তর্ভুক্ত করে। তারপর থেকে কাচের সৈকত হয়ে ওঠে পর্যটকদের স্বর্গরাজ্য।

কাচের সৈকতের বর্ণিল সব কাচ যত ইচ্ছা দেখতে পারবেন। তবে এগুলো সঙ্গে করে স্মারক হিসেবে নিয়ে আসা মানা। অবশ্য অনেকেই এর থোড়াই কেয়ার করেন। ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্য লুকিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। বছরের পর বছর ধরে এভাবে সুন্দর সব কাচ নিয়ে আসার কারণে সৈকতের কোনো কোনো জায়গায় কাচের পরিমাণ গিয়েছে কমে। তাই অনেক পর্যটকই সেখানে গিয়ে কিছুটা হতাশ হন। ভাবেন হয়তো ভুল জায়গায় চলে এসেছেন। তবে সত্যি হলো, এখনো সৈকতের বিভিন্ন জায়গায় বাহারি কাচের মেলা নজর কাড়বে। তবে এ জন্য সঠিক জায়গাটি খুঁজে পেতে হবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার পরিচিত ও বিখ্যাত শহরগুলোর একটি সান ফ্রান্সিসকো, সেখান থেকে ঘণ্টা চারেক লাগে কাচের সৈকতে পৌঁছাতে। বছরজুড়ে যে কোনো সময়ই সেখানে যেতে পারেন। তবে পর্যটকের ভিড়-বাট্টা বেশি থাকে জুন, জুলাই আর আগস্টে। সৈকতজুড়ে বিছিয়ে থাকা নানা রঙের কাচ দেখার পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগরের অসাধারণ দৃশ্য উপভোগেরও সুযোগ মেলে। চাইলে কোনো একটি ট্রেইল ধরে হাঁটতেও পারবেন বেশ খানিকটা সময়। কাচের সৈকতে গেলে সি গ্লাস মিউজিয়ামটাও দেখতে ভুলবেন না। কাচের সৈকত এলাকা থেকে গাড়িতে মিনিট পাঁচেকে পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে। ও একটা সতর্কবাণী, অনেকে লুকিয়ে সৈকতের কাচ পকেটভর্তি করে নিয়ে এলেও আপনি ভুলেও এই কাজ করবেন না যেন! কারণ ধরা পড়লে গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা!

পাহাড় বেয়ে লিফট ওঠে

চীনের হুয়ানের বেইলং এলিভেটরের সঙ্গে আধুনিক কোনো এলিভেটরেরও তুলনা হয় না। অনেক উঁচু এক পাহাড় থেকে একে খাড়া নেমে আসতে দেখলে বা নিচ থেকে পাহাড় বেয়ে উঠতে দেখলে শরীরে রোমাঞ্চের একটি শিহরণ বয়ে যাবে। ১০৭০ ফুট দীর্ঘ এলিভেটরটি অবশ্য রেকর্ড বুকে নিজের নাম লিখিয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম আউটডোর এলিভেটর হিসেবে। সবকিছু মিলিয়ে এটি এমনিতেই পর্যটকদের নজরে ছিল, বিশেষ করে চীনে। তবে ২০০৯ সালে 'অ্যাভাটার' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর এটি গোটা দুনিয়ায় পরিচিতি পেয়ে যায়।

হুনান প্রদেশের ঝাংঝিয়াঝি ফরেস্ট ন্যাশনাল পার্ক বিখ্যাত চুনাপাথরের উঁচু সব স্তম্ভের কারণে। এগুলোর কোনো কোনোটা উচ্চতায় ৩ হাজার ফুটেরও বেশি। অনেকেই বিশ্বাস করেন, ২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া জেমস ক্যামেরনের 'অ্যাভাটার' চলচ্চিত্রটিতে দেখানো কল্পজগৎ প্যান্ডোরা তৈরি করা হয়েছে এই জাতীয় উদ্যানটিতে অনুপ্রাণিত হয়ে। ছবিটি যারা দেখেছেন, তারাও ঝাংঝিয়াঝি ন্যাশনাল পার্কের বাস্তব জগতের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন সেই কল্পজগতের।

ঝাংঝিয়াঝি ন্যাশনাল পার্কের প্রাকৃতিক এসব স্তম্ভের মাঝখান থেকে মানবসৃষ্ট একটি উঁচু কাঠামোও উঠে গেছে। ইস্পাত ও কাচের সমন্বয়ে বানানো এই এলিভেটরের নাম বেইলং এলিভেটর। বাংলায় যার অর্থ শত ড্রাগনের এলিভেটর।

১৯৯৯ সালে নির্মাণ শুরু হয় এর। ২০০ কোটি টাকা খরচ করে বানানো এলিভেটরটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় ২০০২ সালে। খুব সাবধানে বাছাই করা চুনাপাথরের একটি পাহাড়ের গায়ে নির্মাণ করা হয় এটি। সেখানে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সামনে কাচের দেয়ালের তিনটি দোতলা এলিভেটর তৈরি করা হয়।

লিফটটির উচ্চতা ৩২৬ মিটার বা ১০৭০ ফুট। এলিভেটরগুলো থেকে চারপাশের চুনাপাথরের স্তম্ভ, পর্বত আর গহীন জঙ্গলের অসাধারণ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হন পর্যটকেরা। ২০১৫ সালে কিছু সংস্কারের পর এলিভেটরগুলো ১ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে চূড়ায় উঠতে বা নামতে পারে। এক একটি এলিভেটর ৪৯০০ কেজি বা অন্তত ৫০ জন মানুষ বহনে সক্ষম।

সবকিছু মিলিয়ে এই এলিভেটরের তুলনা না থাকলেও এটি কিছু বিতর্কেরও জন্ম দেয়। নিরাপত্তার তাগিদে ২০০২-০৩ সালের দিকে ১০ মাস এটি বন্ধ রাখা হয়। বিশেষ করে ওই এলাকা একটি ভূমিকম্পনপ্রবণ এলাকা হওয়ায় দুশ্চিন্তা ছিল বেশি। এখন অবশ্য লিফটের খাঁচাগুলোতে ভূমিকম্প ডিটেক্টর আছে। যেন সংকেত পেলে দ্রুত আরোহীদের নামানোর ব্যবস্থা করা যায়।

আরও একটি বিতর্কের জন্ম হয় এলিভেটরটিকে

নিয়ে। সেটি একটি ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ও সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যানে ইস্পাতের এমন বিশাল এক কাঠামো তৈরি করায়। তা ছাড়া পরিবেশবাদীদের দাবি ছিল, এই এলিভেটর এই এলাকায় পর্যটকের চাপ আরও বাড়াবে। এতে এখানকার পরিবেশ সংকটে পড়তে পারে। অবশ্য এলিভেটরের পক্ষ যারা নেন, তাদের যুক্তি ছিল পর্যটকেরা পর্বতের পথ ধরে না হেঁটে এলিভেটর ধরে ওঠানামা করায় পর্বতের পথগুলোর ক্ষতি অনেক কমে যাবে।

তবে সব বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে বেইলং এলিভেটর পর্যটকদের কাছে এখন খুব জনপ্রিয়। এমনিতে এলিভেটরে চেপে পাহাড়ে ওঠার মজা কম নয়। তার ওপর আছে ঝাংঝিয়াঝি ফরেস্ট ন্যাশনাল পার্কের অসাধারণ সব দৃশ্য উপভোগের সুযোগ। এদিকে 'অ্যাভাটার'ভক্তরা তাদের ঘুরে বেড়ানোর তালিকায় ওপরের দিকেই রাখেন ঝাংঝিয়াঝির জঙ্গল আর বেইলং এলিভেটরের নাম।

এই লিফটে চড়ার সুযোগ পেতে হলে কী করতে হবে তা প্রথমে জেনে নেওয়া যাক। হুনান প্রদেশের ঝাংঝিয়াঝি শহর থেকে বাসে ৪৫-৬০ মিনিটে পৌঁছে যাবেন ওলিংইয়ানে। বিমানবন্দর থেকে শাটল বাসও পাবেন। একবার পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়লে চারটি পথ পাবেন বাসের। এর দুটি থামে এলিভেটরের সামনে। এলিভেটরে ওঠানামার খরচ সাড়ে ১০ ডলার। ঝাংঝিয়াঝি পৃথিবীর দীর্ঘতম বানজি লাফের জন্যও বিখ্যাত। ঝাংঝিয়াঝি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গ্লাস ব্রিজ থেকে এই লাফ দিতে হয়। কাজেই এক ভ্রমণে পাবেন করা ও দেখার মতো অনেক কিছু।